কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

কাগজ কেনায় অনিয়ম

মানসম্মত পাঠ্য বই মুদ্রণ নিশ্চিত করুন

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসার ইবতেদায়ি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ হয়ে থাকে। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ির পাঠ্য বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ করা হয় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে। মাধ্যমিকের বই ছাপা হয় স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে। স্বাভাবিক নিয়মে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকেই কার্যাদেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে কাগজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই কাগজও কেনা হয় দরপত্রের মাধ্যমে। আগামী শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার কাগজ কেনার জন্যও দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীদের ভেতর থেকে এবার ৯টি প্রতিষ্ঠানকে কাগজ সরবরাহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ২০টি লটে ১৬১ কোটি টাকার কাগজ সরবরাহ করবে এসব প্রতিষ্ঠান। প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচিত সরবরাহকারীদের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের কাগজের মান নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। কাগজের উৎপাদন বন্ধ রাখা এই প্রতিষ্ঠানটি কী করে মানসম্মত কাগজ সরবরাহ করবে? আবার বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নেই এমন একটি প্রতিষ্ঠানও কাগজ সরবরাহের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না নিয়ে অবৈধভাবে মানচিহ্ন বা লোগো ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগে মামলাও হয়েছে। বিতর্কিত এই দুই প্রতিষ্ঠানকেই দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি লট সরবরাহের কার্যাদেশ। যাদের কাগজ উৎপাদন বন্ধ বা কাগজের মান পরীক্ষিত নয়, এমন প্রতিষ্ঠান কাগজ সরবরাহ করলে তার মান যে প্রশ্নবিদ্ধ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিএসটিআইয়ের অনুমোদন না নিয়ে লোগো ব্যবহারের অভিযোগে মামলা হয়েছে, এমন আরো একটি প্রতিষ্ঠানকেও এক লট সরবরাহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাগজে ছাপা যে বই মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের কাছে যাবে, তার মানও ভালো হবে না।

নতুন বই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আগ্রহী করে তোলে। কাজেই মুদ্রিত বইটি হতে হবে মানসম্পন্ন। ছাপার মানের ওপর বইয়ের মান অনেকাংশে নির্ভর করে। উপযুক্ত কাগজ না হলে ছাপা ভালো হবে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিদর্শনে ত্রুটি খুঁজে পাওয়ার পরও এসব প্রতিষ্ঠান কী করে কার্যাদেশ পায়, তা খতিয়ে দেখা দরকার। এমন নয় যে দেশে কাগজ উৎপাদনে ঘাটতি আছে। বাংলাদেশ কাগজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক মানের কাগজ উৎপাদন করছে, এমন প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করে প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে বেশি লট সরবরাহের জন্য নির্বাচিত করা কেন?

যেকোনো কাজের কার্যাদেশ দেওয়া বা কোনো প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের আগে অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও উৎপাদিত পণ্যের মান বিবেচনা করতে হবে। সর্বনিম্ন দর একটি শর্ত হতে পারে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কাগজের মান নিয়ে আপসের কোনো সুযোগ নেই। কাজেই কার্যাদেশ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। নিম্নমানের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হলে, তা হবে অনেক বড় অপরাধ।